**"For the poet, the world is word. Words. Not that precisely.**

**Precisely : the world and words fuck each other."**

**- Kathy Acker**

________________কবিতা_____________________________

**বারীন ঘোষাল- এর দুটি কবিতা**

**ফুলপড়া বাঁশি**

চারণবাঁশির না- নায়েক এসে দাঁড়িয়েছে বাসস্ট্যান্ডে
তার বায়োলজ্জিত হাসির গ্র্যাভিটি কেন মোছা
রান্নায় গীত পরমায়ু
হেনার উপর হেনা নাচে
                                        উকি ফুক্কি
মন মানে না তবু

ঠুনকো পলকা পলের পাবলিক একটু ঘাবড়ে গেল
বাসের স্ক্রিচ
                      বন খুচুরা
                                        বাড়ির কথা
বঁশির শব্দে গেল গেল ছিনতাই
ছিল
        তাই তাই

আর ফুল পড়ে দিচ্ছে ফুল্লরা

নতুন ক্যামেরার পাইন প্যানে
দুজনের ছলে
ছলছল করে নতুন টো টো
পদ্যের তুষার পেরিয়ে বাতাস ফুরায় ছাদে উঠলে
ছাদ তখন উড়তে থাকে বুকযোগিতায়
ইকেবানায় ইকো বানায় সব বানালো বুকে
আমাদের ফুলপড়া বাঁশিটির কী হল গো

**নতুন কংকাল**

ঢ়ং
উচ্চারণে
শ্রাবণের এক ঝিল আরং
হেই সামাল
কানেকশনগুলো জুড়ছি
তবু রংমেলান্তিতে হেরে গেলাম

এই তো আলুথালুর সময়
যখন দেশের অপেক্ষায় টেক্কা পড়ে অক্ষরে
ওমনিবাস থেকে নেমে যায়
কইতে পারা রইতে পারা পান্থ
আর ওপাশের গাছগুলোয় নড়তে থাকে ট্রেনের স্পিড

মাসাই মারা হায় হায়
হাসি মারা হায় হায়
আয়নাচুরের ঢং ফুটেছে নতুন কংকালে

**রঞ্জন মৈত্র- র কবিতা**

**দোমোহানী**

স্রোত পার হয় গ্রাম
গ্রামে যায়
ক্ষেতের ফাইলে যে চোখ
যেই বুন্দ বুন্দেলখন্ড
কুমারসম্ভব কোনও শব্দে লেগে আছে
ওঠো ওঠো ওস্তাগর
ও' ববিন আলো করো
উদগম করো ফুঁড়ে তছনছ ক্লাসিক

ঘেঁটে যাওয়া পল্লীমঙ্গল
তোমার কি মাথা ধরে
অম্রুতাঞ্জন লাগে গৌড়সারঙে
কত নবঘন থেকে যুগসলাই থেকে
অঞ্জন অঞ্জন
থ্যাঁতলানো ঘিলুর পাশে হুমড়িয়া প্রেসকার্ড
ওই শান্ত নুর গায়ে ঘুংঘটিয়া তরী
গ্রাম যায়
কারা নড়ে পাল শাখে সবুজ আশিক
পে লোডারের গায়ে কারা বসন্ত রেঁধেছে

**হাসান   রোবায়েত- এর তিনটি কবিতা**

**ছায়া**

কারা যেন ফিরে গ্যাছে । ঝুল মাছ, উড়ুক্কু তারা
কেউ নেই আর। খিলানের কাছে
শুধু একটি বিড়াল খামচে ধরছে জ্বর

আজ এই বাগানের কাছে সুপেয় পানি
জিকির ভর্তি ফল
ডিহি বাতাসের মাঝেই সে কেমন   ছুড়ে দেয় উড্ডয়ন
জুতাকে বিশ্বাস করেনি তারা
তবুও জুতার দোকানে গেলে
দেখা যায় অজস্র পা পড়ে আছে জোড়াহীন
যেন এক ব্যান্ডেজ- বাঁধা প্রকৃত ছায়া

**ঘড়ি**

কোথাও বৃষ্টি এলে হে নির্মিতব্য ঘড়ি
ঠিকঠাক শুরু হয় নেল কাঁটা : যে ক্রোধ
উড্ডীন কুমোরের পাশে বাজিয়েছে রোদ
অথবা হরিণের ডাক জুড়ে
অন্ধ, অতিসামাজিক পোকা

বাড়িটা উধাও হলে
মা'র ফিরে আসা মুখে শুয়ে থাকে যতি
চিহ্নের প্রকৃত ঘোড়া
কতটা পায়ের বিকেল ডুবে যায় সেই দূরে

সত্যি কি নির্মিত হয় ঘড়ি
কাঁটার দূরত্ব জুড়ে ডিগ্রি ডিগ্রি হাওয়া !

**পরাকথন**

বোঁটার অসুখ ভুলে আজ এই কীটজীবনের কথা
পড়ে থাক অশ্রুত পরাগের পাশে । শুধু মীন
আজানুলম্বিত সেই ঘোড়াদের ডানা
কথা বলে পত্রালাপে
কতদূর পেরিস্কোপের ছায়া ; যার বেধ
মাপা যাবে দূরগামী শুশ্রূষা দিয়ে

কে এক পঞ্জিকাবাহী ভাঁড়
পঠিত রেণুর দিকে ছুঁড়ে দেয় ড্রিবলিঙ
তখন ভাতের পাশে যে কোন তারাই
ভাষাহীন ইস্পাত
মূলত ভবিতব্যের দেশ, প্লাজমাঝড়ের বনে রুয়ে দেয় কূটাভাস

**শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- এর তিনটি কবিতা**

**বর্ষালিখিত**

এভাবে দুপুরটাকে পেয়ে যাব মনে হয়
নম্র অ্যালুমিনিয়ামে ঘেরা রাস্তা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ি
হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনাগুলো উহ্য
এই মগ্নতা, গাঢ় ইঁটের গায়ে থকথকে সবুজ
আমার পা তো শিকড়ে পড়ছে
নিমগ্ন কর্তনশিল্প
মানচিত্র ডালপালা
আমাদের মজা নদী থেকে দূরে নিজস্ব ভাষা
স্তব্ধ করে ফেলে রাখে পুরনো দোতলা থেকে দেখা
বস্তুত সুড়ঙ্গঋতু
সামান্য পা ফেলে আসা থ্যাতলানো ঢোলকলমির গন্ধ
চকিতে উন্মুক্ত হয়েছিল কাতর গহ্বর
সেই তো গোলাপি চেনা
আধফোটা বিবস্ত্রার সামনে পাথর
শিহরনও কি তার মত ?

কিছু কি পড়ে থাকে ক্যালেন্ডারে ঢেকে যাওয়া পার্কে ?
পরপর লুকিয়ে ফেলা মুখের ফাটল
বাষ্পময় রাস্তায় কদম ফুলের গন্ধ
ভারি বুট চলে আসে
শুকনো আগুনের টুকরো কাগজহীন

আচমকা চিঠি লিখেছিলি কি ?

কথাগুলো আয়নায় মিলিয়ে গেলে
অক্টোবর তীক্ষ্ণ   হয়ে উঠেছিল আরো ?

কিছুতেই অভ্যস্ত হওয়া না হওয়া কে কি কেউ উশকে দেয় ?
যতবার নত মাথা গন্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ভাবে
স্বাভাবিক ট্যাক্সি আসে
তোর কাছে আচমকা কংক্রিট নেই
মিলিয়ে যাওয়া আছে
দুম করে ফিরে আসা যাবে না বাক্যের কাছে
বৈয়াকরণিক মাথা কৈফেয়ত চাইবে

এভাবেই আচমকা একদিন সড়গড় হয়ে যাবো মনে হয়
দমকা ভাষা সিমেন্টের মেঘে থাকবে
একরকমের পাড়া ও তার যাতায়াত
পরপর ভদ্রতাসূচক ভেঙে অনভ্যস্ত অণ্বয়
এই মাইলফলকহীন নদীতটে
পরপর কাচের গাছ কেউ বসিয়েছে
অদূরে কাদায় সব পায়ের ছাপ

## লতানে জানুয়ারি

বড় বেশি করে ভেবেছো আর্দ্র নভেম্বরের কথা
পেঁচিয়ে গেছে জানুয়ারির কাচের গাছে
ভিজে মাটিতে কি শীত লতিয়ে চলে ?
ঋজু পাতায় জলজ ব্যাকরণময়
একটা শব্দ – বাসস্থান – বারবার ঝাঁপিয়ে   পড়ে
ছত্রখান করে দিয়েছে    চলন
তুমি ফিরতে পারোনা বলে নিজের
অতি সাধারণ চামড়ার দিকে দেখো
সামনের নির্মীয়মান বাড়ির দিকে

মিস্তিরির বউ কি লজ্জা পায় ?
সকালের স্নানের সময়ে হঠাৎ বমি পেলো
গমখেতে হলে এমন হত ?
এই সিমেন্ট ও ইঁটের পাশে একটুকরো চালাঘর
শাশুড়িও তরুণী কিন্তু ঘোমটা দেয়না
শশুরের তক্তাপোশ থেকে গোঙানির শব্দ
এখনো সপ্তাহে তিনদিন

মেঝের জলদি সোহাগ সে তো গ্রাম বা মেলা নয়
সন্তানের অভ্যাস

বাচ্চা ছেলেমেয়ে দিয়ে ভরে গেছে
সপ্তাহান্ত প্র্যাম কুকুর ও প্রাচুর্য
শুধু কখনই স্নিগ্ধতা না জানা খেলা ঘিরে রাখছে তাদের

তুমি কি এসব থেকে ছিটকে যাও ?
শুধু খেলা থেকে ছিটকে আসে রুক্ষ চলন
রাস্তার বাঁকে একটা ভেজা জারুল
পেতেও বুঝি কেউকেটা হতে হয় দূরের শহরে

**উপহারের দিকে**

সকালটা উপহারে পাও
এই ট্রেন এই খল বাক্স ভেঙে বেরিয়ে
এক কিশোরের দিকে যাওয়া সামান্য বিশ্রামে
সে তোমার স্বামীর জন্য নির্বাচিত বিষের কৌটো দেবে
সেটাই স্মারক
তারপর ভেসে থাকা না বৃষ্টি ছাতিম জুড়ে বিকেল বিছোনো
নম্র উঠোনের দিকে নিয়ে যাবে সে তোমাকে
পরিচিত নদী বা পাথরের সঙ্গে কিছুতেই আকাশ মেলানো যাবেনা
শুধু তাস পড়ে থাকবে কেউ খেলতে জানবেনা
এ কেবল অন্ধত্ব
বাতাসের ফিনফিনে স্পর্শহেতু
প্রথমবার এতদিন বাদে তুমি একতারা দেখছো
নীল শুকনো কুয়ো সিমেন্ট বাঁধানো পায়ে চলা
শরীরের প্যাঁচ দেখছো তুমি
যে সব কথা বস্তুত বলা যাবেনা
তারা আসলে অসুস্থ পাখি পালক সারাক্ষণ ভিজে

কী আপ্রাণ রোদে শুকনোর চেষ্টা

তুমি কি এবারও মাতৃভাষাহীন আশ্বিন লিখবে ?

**অমিতাভ মুখোপাধ্যায়- এর কবিতা**

**কবিকে**

কিছুটা গোটানো ছিলেন, তাই আপনাকে চৌকাঠ বরাবর মেলে দিলাম কার্পেটের মতো, আপনি অমনি গড়িয়ে গেলেন ভাষাতীতের দিকে; অথচ এমন ছিলনা আমাদের ডাটাবেস মোতাবেক আপনার গমন ও আগ্রাসন খুব সুচারু ছিল। সেবার পিকনিকে ফাটিয়ে গেয়েওছিলেন আনেওয়ালা পল আর মাংসের বাটিতে কার দু'ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল জানতে আপনাকে মর্গ পর্যন্ত যেতেও হয়নি বলেই সাতদিন স্বাস্থ্যভিক্ষা বরাবর ৩৫ নম্বরের মল্লিকদা সহ্য করলেন আপনার নিরুত্তাপ চাউনি...। তবু এখনও এমন কেন করছেন বর্ষাভেজা ন্যাকাচোদার মতো, বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমাদের খারাপ লাগতোনা, মদের গ্লাসের ভেতর আপনার মানানসই মুখ প্রায় অপরাজিত অপুর মতো লাগতো ছোটোবেলায়; তাই আপনাকে বাড়িয়ে দিলাম গুগুলের চেয়ে বড়ো একটা কিছুর দিকে, অন্তত এমন একটা কিছুর সামনে যার মোকাবিলা করতে ধক লাগে

**অস্তনির্জন দত্ত- র কবিতা**

**হৈমন্তি**

১.
যে সব প্রান্তগুলো নিভে আসে
আর,
গোলাপী করে না

তাদের সান্ধ্যআরোতিতে এনিগমা বেজে যায়
একদম ফরসা একটা যায়
বন্ডেজ... শাদা বেডশিট- এ

হৈমন্তি হাত ধরা যেভাবে সেক্স, যে ভাবে
সুইচ কনফিগার করার সময় মনে হয় বাচ্চার গায়ে স্পার্ম লেগে গেল

২.
এইরকমই  তো হাঁটা
পাখি পেরোনোর জন্য যতটুকু সেতু
খুব সহজ কিছু সুরকি এরপর

এসো নখের পরাগ লাগে,
হৈমন্তি হৈমন্তি
মাথায় জল পড়ে দাগ আসে ঘোরাঘুরির

এইরকমই তো হাঁটা - -
ধুলো ও বাতাসের নোড
তরমুজ ফুলিয়ে নেওয়া

এইরকমই তো. . .

মাঠ মাঠ বাল্ব কেটে গেল

**নীলাব্জ চক্রবর্তী- র দুটি কবিতা**

**ক্লিনিক**

পতাকার অর্ধেক জুড়ে
কলাকার কলাকার আলো
পেরিয়ে
জুম করতেই
ফুলে উঠছে তার নোনতা আওয়াজ
আর কলমের জায়গায়
এসে বসছে
বাতিল হয়ে যাওয়া ওয়াই- অক্ষ
আপনি একটা গ্র্যাফিক্যাল সমাধানের কথা ভাবছিলেন
তবুও টার্নিং পয়েন্ট থেকে                                        ফ্লপ করছে
তাঁবুর ফ্যান্টাসি
এঁকে দিচ্ছে
গ্লোবের নাক                    চোখ                    মুখ
আর সেই সাদাটে তথ্যচিত্র থেকে
যা উপচে আসছে
তার নামে একটা ভুল বানান আলতো রাখছি

**নিরাবেগ**

সেলফি নিয়ে ভাবছো
আর
গাড়ির ভেতর দিয়ে
এগিয়ে যাচ্ছে
অন্য একটা গাড়ি

চারপাশে
- - - **দূরত্ব বজায় রাখুন** - - - লেখা
লম্বা লম্বা হলুদ বিকেল
তোমার অনেক আগেই
ঝু
লি
য়ে
দেওয়া হোলো

ক্যামোন নিরাবেগ হয়ে আছে
স্টেপ বাই স্টেপ

\

**অরিণ দেব- এর কবিতা**

**অ্যাসিড টেস্ট**

মেয়েটা কী চেয়েছিল, কী ই বা সে পেয়েছিল ?
সময়ের বুকে মেয়ে হিম হয়ে আছে
হিম যুগের সম্পদে ;
পুড়ে গেছে চোখ মুখ নাক কান বুক
অ্যাসিডে পুড়ছে মেয়ে, পুড়ছে ব্যাধির দেশ
তার প্রেমিক ছিল - এই কালের ছেলেটি
প্রেমিকা হয়নি বলে সে ছেলে অ্যাসিড চিনেছিল
প্রকাশ্যে নগ্ন রাস্তায় সকলে সকলের মত
ছুটে যায় বলে কেউ কারুর মেয়ের মত নয়, কারুর সন্তান
নয় বলেই মেয়েটা যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে যবে
এখানেই তবে কৃষ্ণ গান হয় ?
মেয়েটিকে মেয়েটিই আর চিনতে না পেরে
বার্ন ইউনিটে শুয়ে থেকে কোন প্রাণে মেয়ে আকাশ হয়েছে
কোন মনে বুকেরই দুধ বিলিয়ে দিয়েছে স্বপ্নে

পোড়া গন্ধ ওড়ে, বার্ন ইউনিট পৃথিবীর মত যেন বুক পেতে থাকে
আবার ও আসবে কোন মেয়ে জেনে ?
শরীর আগুনে মেয়ে পোড়াতে পারেনা বলে বারংবার নিজেই
পুড়ে গেছে প্রেমে আর অপ্রেমে এখানেই যুগে যুগে
যুগ দরবারে মেয়ে জীবন্ত লাশ হয়েছে বুঝে
পাখিও গেয়ে ওঠেনি তবুও কি গান ?
গ্রাম ভাসেনি বনের জলে ?
পুড়ে গেছে দেখে সরে গেছে বিজ্ঞাপন পাত্র
সরে গেছে রাজবেশ সরে গেছে কাল

চিৎকার করে বল মেয়ে - তোর কেউ নাই কেউ নাই

ছেলেটি তুমিও এই ভালবাসা চেয়েছিলে তবে ?
শরীর আর শরীর ছাড়া মেয়ের মন থাকতে নেই বল ?
সঙ্গমে তৃপ্তি অদ্ভুত যৌন সাফল্যই
পুরুষকে পৌরুষের ধ্বজা উত্তীর্ণ করেছে ভেবে তুমি, তুমিও অ্যাসিড
তুলে নিয়ে হাতে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে সামনে
ভেবেছিলে মেয়েরা মা নন, বধূ নন, সৃষ্টি নন
শুধু পুরুষের লিঙ্গ উদ্বেগ ধারণ
করে - করে সময়ের বুকে দ্বিতীয় পুরুষ দিয়ে যাবে কামনায় ?
অ্যাসিডে সেই কামনা মিটিয়ে দিয়েছে দেখে
খুব হেসেছিলে আর ভেবেছিলে পুরুষত্ব বলে অ্যাসিডকে !
বল আজ ছেলে, বেঁচে থেকে তুমি কি করতে পার আর ?
কোন শাস্তি অ্যাসিডের চেয়ে শক্তিশালী ও মৃত্যুর চেয়ে ও নগণ্য ?

মেয়ে, বাঁচতে পারো না বলে মৃত্যুকে প্রথম ও প্রধান মনে করে
অজস্র গিনিপিগের সামনে উলঙ্গ
পুড়তে পুড়তে বুঝে গেছ
তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পিতা নেই, ভাই নেই বন্ধু নেই
তোমারই ঐশ্বরিক লব্ধ শরীর - তোমার
মৃত্যুর কারণ
এই অনুমান করে বুঝি বার্ন ইউনিটে কোন গন্ধ থাকে না
জীবনের ? মৃত্যু থাকে না

বার্ন ইউনিটে তুমি নও, মৃত্যু নয়, দেশ নয়
মেয়ে
যেন ঈশ্বর ঘুমিয়ে আছে অনন্ত কাল

**যাদব দত্ত- র দুটি কবিতা**

**একটু অলকানন্দা**

ওডিসি প্যাক খোলা নতুন সাবান
হাতে হাতে নদী উড়ছে
নদীর বন্যাও উড়ছে পিকনিক চুরি করে
ঐ গর্তে চাল বেরয় অন্ধকারের তারারা জানে
পায়েস হাতে বৃষ্টি- চোখ সাপেরাও
বেরয় ফর্দ নিয়ে
ম্যাকানিক্সের ছোট মাপের ডালায়
বড় মাপের জানালা হয়ে রোদ পালক ঝরাচ্ছে
তাদের বিছানায় পড়ে থাকা মাটির ডিগ্রী
ছুটির অক্ষর ফুল কুড়োতে থাকে
অক্ষর মানে দ্রুত ছুটে যাওয়া মেঘের জ্বর
আর একটি দু'টি খুচরো অলকা - -

**ছেঁড়া ইনসেট**

দুপুরের চুলের ঝাউ মেলার দিকে উড়ছে
বাহবা বেলুন তার লিপ মেলানোর
সন্ধ্যার পেটিকোট ধারালো হয়েছে কাঁইচি মেরে বসার
মুখে আঙ্গুল দিয়ে অন্ধকারকে জিভ পরাবে
মেঘদূতের বৃষ্টি সেদিন পাহাড় হয়েছিল
মনে মনে নদীকে কোলে তোলার
এক পশলা দু' পশলা
ঘুঁঘুর আজ ঢিল দিয়ে যাবে নাভি পাড়ার
ঘুমিয়ে থাকা সাইকেল বেলা জেগে উঠছে
গান ভিজছে চোখের কথারাও ভিজছে
শেকড় ধরে ধরে এবার পায়ের ফোটার কথা
শেষে চোরা সায়ার নিচে
সেলাইকল শাখা- প্রশাখা

**অনুপম মুখোপাধ্যায়- এর দুটি পুনরাধুনিক কবিতা**

*(বন্ধু নীলাব্জ চক্রবর্তীকে নিবেদিত )*

**আটা- ময়দা**

।
ধু ধু সাদা এই সুযোগ। গরম লোমের মতো নয়। ওই ভেউ! এই ভেউভেউ
।
আর
~~দস্তুর~~

~~লালচে~~
~~অর্ধভুক্ত~~
~~সান্ত~~
খেতে পারছে না গমক্ষেতের মধ্যে
।
সব পাঁউরুটিই দাশগুপ্ত। পাঁউরুটি না বলে
~~আমি~~ বেকারির নাম বলছি। খামির
বিপদ
।
পুরোনো স্কুলগুলো যেভাবে নুয়ে যায় জীবনে শনিবার রাতে
কফির নীল কাপ আনন্দের কালো কফি দেয়
সিগারেট ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সাধুবাবা
~~আমি~~
আটা নিংড়ে হাড় বানাচ্ছি। মাংস
বানাচ্ছি
।
বাষ্পের জন্য আরো আরো পূর্বদিক
~~কিন্তু~~
ছাড়া হচ্ছে না
।

**দাস স্পেক জরাগ্রুস্ট**

।
কেন কেন কেন কেন কেন কেন কেন কেন কেন অনেক কেন
এখানে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের বোবা দেশে। এখানে
পড়ে যাচ্ছে। আমাদের বোবা দেশে। এখানে
পড়ে
যাচ্ছে
আমাদের

।
আপনি দেখছেন আমাকে। আপনি শুনছেন আমাকে,    আর
একটা হাতলহীন কুকরি আমার
পাঁজর পেরিয়ে ঢুকছে। অবিরামের মধ্যে
কোনো তাপ থাকছে
না
।
গলা। এবং
কবজি। ~~অনেক~~ রাতে
আলো হতে চাইছে। শাসনকাল। দুধ পেরিয়ে
ফলা অবধি যাচ্ছে। মশালটা বেঁকে যাচ্ছে, আগুনটা
নয়
।
যে ভূত বুড়োয় তার নাম
রাখা হচ্ছে না। সাদা দেওয়ালে বন্দুক। নেপচুনের
বাঘ মারছে। ইউরেনাস। প্রজাপতিকে
শুঁয়োপোকায়
দয়া করে রাখা হচ্ছে না
।
কাঁধের
ব্যথা। পা মেলছে। বস্তা। খুলছে
ঘুমপাড়ানি gun
।
যে কাগজে খুনির কথা
স্পষ্ট! স্পষ্ট! স্পষ্ট! শিরদাঁড়া
তাকে পেতে লম্বাআআআআ হয়ে
শুচ্ছে
।
পেরেকের দাগে আপনি ছেড়ে যাচ্ছেন আমাকে
।

**পায়েলী ধর- এর কবিতা**

**একটা স্ব- সংলাপ থেকে. . .**

**১/ যেখানে দৃশ্য অনেক. . . . . .**

মেঘজনিত দর্শন চিনে চিনেই চৌথির চাঁদ দ্রষ্টা হয়
পূর্ণমাসের কীট কীট অন্ধকার ব্যূহ ভেঙে
গড়িয়ে নামে সর্বনাশের সন্ধি আলো
বিস্তার আর অতিক্রমণের পথগুলো এভাবেই রঙিন হতে শেখে
খানিকটা আদিম ধাঁচে পুরনো জাইগোট নেড়েচেড়ে দেখে নেয়
এবারের মতো বেঁচে যাওয়া কঙ্কালতন্ত্র
ঈশ্বর- ঈশ্বর খেলাগুলো আপাতত থেমে গেলে
একটা সূচক পেরেক ছিদ্রহীন কফিনে গুছিয়ে রাখে পূর্বাপর ভুলচুক।

**২/ জল জমেছে বুকের ভিতর...**

আষাঢ়স্য কদম থেকে পরাগ ছিঁড়ছে মিথুন প্রজাতির পতঙ্গ
কোয়ার্টই কী- প্যাড ঠুকে ঠুকে তুলে আনছে সম্পূর্ণ অজানা চলচ্ছবি
পুরনো ক্লোন থেকে বেরিয়ে বাসি রাতগুলো ঝেড়ে নিচ্ছে সংস্কার
নাব্যতার নতুন সংজ্ঞা খুঁজবো বলে চোখের অক্ষ থেকে ছড়িয়ে দিই
দ্রবণ সময়ের নোনাবালি-  সমুদ্রলবন

**৩/ দেয়ালের দাগ নষ্ট পরাগ. . .**

নির্দিষ্ট কোন মাথুর পর্ব ছিল না।
যদিও ময়ূর পালক মাথায় কৃষ্ণ এল সাইবার পথ পেরিয়ে।
অভিষিক্ত- নিষিক্ত ছোঁয়াছুঁয়ি শেষ হলে
পরিচিত গন্ধগুলো দিকভ্রান্ত হতে শেখে
মুখের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ
হঠাৎই পাশ ফিরে আগন্তুক হয়ে যায়
কাঁচ ভাঙতে ভাঙতে ফেরতা পথের হলদে পাপবোধ
আমার মোম- মোম ডানাদুটো পুড়িয়ে দেয়
অদ্ভুত প্রত্যয় নিয়ে তখনও সুডোল বৈদূর্যের স্বপ্ন দেখছে
গুটি পাকা ক্লান্তিহীন চোখ।

**৪/ আরশি মহল কাকে পোড়ায়. . . . . .**

বিবর্ণতা নিয়ে ফিরে আসছে চেটো ভর্তি কাটাকুটি রেখা
যক্ষের মতো আগলে রাখা গতকালীন সুখ
আজ বড্ড বেশি মুসাফিরানায় বিশ্বাসী
ঝামেলাসঙ্কুল পথগুলো এভাবেই ডিঙোতে জানে
সংবহনজনিত বেবাক উষ্মারা
বিশেষ কোন ছাড়পত্রেই আর মেলানো যাচ্ছে না
মীন ও মিথুনের ভেন্ন ভেন্ন রসবোধ
সঞ্চয়ের রঙ- ধুলোবালি- কাঁকড়গুলো কিছু মৃত জীবাশ্মের জন্ম দেয়।
গতানুগতের ছক মেনেই আমার আর্কাইভ গ্যালারি এখন শূন্য এবং ফ্যাকাশে।

**দেবাঞ্জন দাস- এর চারটি কবিতা**

**নার্সিসাস – ৫**

যখন দেখা হারিয়ে যাচ্ছে

রঙগুলো থেকে একটা একটা
আলো সরিয়ে রাখছি
যত দ্রুত ওরা চলে যায়
বিকেল হয় ক্যাফেটেরিয়ায়
ভিড়ের মাঝে এক থ্রি- ডি আমি
আমাকে ঘিরে থাকে . . .

ঘড়িগুলো জ্বলে উঠছে স্ট্রীট লাইটে . . .

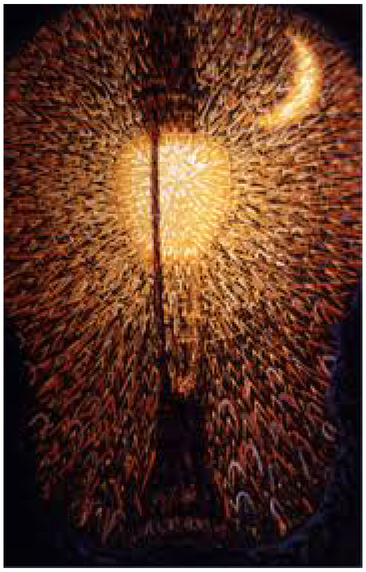

**নার্সিসাস – ৬**

মুহূর্তের চারাগাছ
উন্মুখ পানিয়া ভরণে
তোমার জন্য জ্বলে ওঠা
প্রদীপে সমর্পণ করলেন নজরুল

সেইসব মানুষ যারা অন্ধ বলে
নিজেদের মিশিয়ে দিলেন ঘাস- জমিতে
তারা বলে গেলেন
এই দেখাটাই অস্তিত্ব

আমার বলে আর কিছু নেই তোষাখানায়
যা কেবলই বড় হচ্ছে
আর নিজেকে ভুলে যাচ্ছে গাছটির মত

**নার্সিসাস – ৭**

রুস্তম রুস্তম ইচ্ছে হল
মনে হল ত্বকের পাতাবাহারকে
আজ একটু আঙুল ধার দেই . .

পোষা রঙগুলো শান্ত হবে
বাড়ির হাতরুটি যেমন বাড়ি হয়
ঘেমে ওঠা রান্নাঘর
বেলন- চাকি
সমস্ত চিন্তাগুলো আলাদা করে
মনোযোগ দিচ্ছে আগুনে

পুরানো কাপড়ের পথ- ঘাট- সংসারে
তখন জঙ্গলের অভিযোজন . . .
আগুনও স্পর্শ করতে পারে না সেই স্তব্ধতা . . .

**নার্সিসাস – ৮**

সকাল এলো সাদা পর্দার
রঙ চেনার প্রশ্রয়
এখন ভোর

চোখে প্রতিদিনের ডালমাখানি
শান্ত আই.টি. ইউ

এভাবে কি আমরা ঘর সাজাবো ? দরকারে ভুলে
যাবো রঙ- তুলির কথা . . .
জাদুঘরে বরাবর আপত্তি ছিল।

সাক্ষী রেখে তো আর একসাথে হাঁটা যায় না . . .

**কৃষ্ণা মিশ্রভট্টাচার্য- র কবিতা**

**পথিলা**

গর্জনশীল পথিলা চল্লিশ খামচে ধরে গহ্বর মুখ
এনডিওমেট্রিয়াম থিকনেস ইলেভেন বাই . . .
নো লেসিও ইন পাউচ
সাদা হাওয়া রোবটিক রাবার সোল
হাইহীলড্ পায়চারি
করিডোরে ঘুমোয় রাত
ইন্ট্রাভেনাস বাতাসের চুলে চাঁদের গুড়ো গুড়ো
রূপোর কাঁটা
শাল সেগুনের করডনড্ সিটিতে পাখিরা হাঁটে
কুসুমপ্রিজমে মেঘমতীরা চুল মেলে দিলে
শঙ্খকুমার ডেড়া বাঁধে
ভালোবেসে গ্রন্থি জড়ায় উদগত বীর্য বীজ
আল্ট্রা শব্দের তলায় ফ্লুরোসেন্ট শরীর মাপ- জোখ
নাভি মূল উত্থিত ধ্বনিরা শতকপ্রাচীন গম্বুজের
মাথায় গোলটেবিল কনফারেন্সে
গাজা স্ট্রিপে রকেটছিন্ন সায়রা অপারেশন টেবিলে
ব্লু- রিভলিউশনের সমুদ্র ফেনায়
ছা ওয়াল জন্ম নেবে
সেক্স ডিটেকশন সেন্টারে ' দম মারো দম'
লাভা থিকথিক রোদ বুকে XX ক্রোমোজম

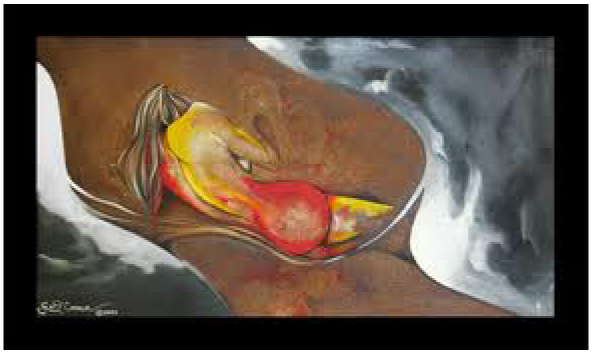

**পীযূষকান্তি বিশ্বাস- এর দুটি কবিতা**

**ক্ষুদ্রফিল**

পালকের আড়ালে যে সব দলছুট
মেঘ লুকিয়ে থাকে
তাদের কে আমরা কিছু সাদা ছেঁড়া সুনীল,
সমুদ্রগুপ্ত বলে জানি ।

ষাট হাজার নামের পিছনে
ধূসর মেনু,   হাতের পিছনে হাত রেখে
তুলসীর গাঁটে গাঁটে গুনে যাচ্ছি
অজস্র নেপোলিয়ন
আমরা কিছু সামান্য সিরাজ
ডানা ঝাপটায়ে ফিরে আসি
জলের কাছে

মেঘ বালিকার কাছে
বন্ধক রেখেছি নুনের লালন
আমরা কিছু সামান্য বিজয়
অসম্পূর্ন সনাতনী শুভেন্দু পত্রী
নদীর ভরবেগ পরিমাপ করতে গিয়ে

ক্লোরোফিলে ঘামের উপস্থিতি ফিল করি ।

**চূত**

হলুদ হয়ে ছিলো আগেই
একটু শেক বানিয়ে নিলে হতো,
হয়তো পা কেঁপে যেতো,   কিংবা যেত না,
দীপঙ্করদা এলে হয়ত, পানীয়তে রং ধরতো পলাশ ফাগুন
নেশাগ্রস্থ গোংড়াতো গোটা কবিতা. . .

নেশার স্থিতিস্থাপকতায় কুঁচকে যাচ্ছে ইউরোপ
ফুলে উঠছে আল্পসের শিখর

অথচ চামড়া গুলো কুঁচকে যাবার আগে
সে ভারত শাসনের কথা বলছিলো

আর আমি, দেখো,
ঠোঁট ছুয়ে দিচ্ছি ওঁর চিবুকে,   ছিঁড়ে নিচ্ছি স্তন
হিরণ্যকশিপুর মত শুষে নিচ্ছি পৃথিবীর ম্যাগনা

সোনার লংকার পায়ে বাঁধছি ঘুংরু
এস কাঁটা মুদ্রায় নাচছে কন্যাকুমারী . . .

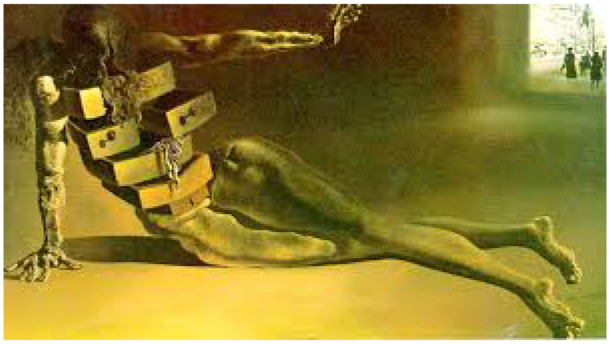

**দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়- এর কবিতা**

**অনির্বাণ সাইকেডেলিয়া**

১.
শিরা জুড়ে টায়ারের দাগ রেখে যাদের সাইকেল
বিজয়নগর থেকে চলে গেছে হাডসন লেনের ওদিকে
তারা একদিন এই ডাবল স্টোরিতে
ফিরে আসবে ঠিক কোনো বিজনেস ট্রিপের অজুহাতে
এইখানে ভেসে যাওয়া বাড়ির ওপরে বাড়ি; ঘামের আবহে আরো ঘাম

ঘুম চোখে ধারাস্নান, একদিন তারা এই ঘরের ওপরে ঘরে
সস্তা তামাকের ঘ্রাণে ভোরনামা নিওনের নেশায় মানুষ হয়ে
ফিরে আসবে ছেঁড়া ফাটা আকাশের শার্টজোড়া
নির্বিবাদী রামধনু হয়ে
পুরোনো পাড়ার ছায়া নিওনের প্রহসনে তাদের মাছির মতো টানে

পুরোনো হাভেলি ছেড়ে যারা চলে গেছে তারা জানে ?

২.
ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ইচ্ছে করে প্রেমে পড়ি,
এই আলো এই হাওয়া, সারারাত হ্যালোজেন শুষে শুষে ছায়ালীন সকালের বিজয়নগর
ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবি ঘর ধুয়ে, নিজেকে আবার ধুয়ে ফেলি
প্রতিটি স্নানের শেষে, প্রতিটি লেখার শেষে এক বিন্দু সূর্য রোজ
জ্বলে যাচ্ছে এই ঘরে, ভোরবেলা উঠে আমি তার নগ্ন উন্মোচন দেখি
আচমকা দাঁড়াই, আর তারপর বিনম্র প্রণাম,
কালিতে অক্ষরে দাগে কুরুক্ষেত্রে জমা হয় বোবাকালা নারায়ণী সেনা

ঈশ্বর আমাকে তুমি এমন প্রভাতে জাগাবে না ?

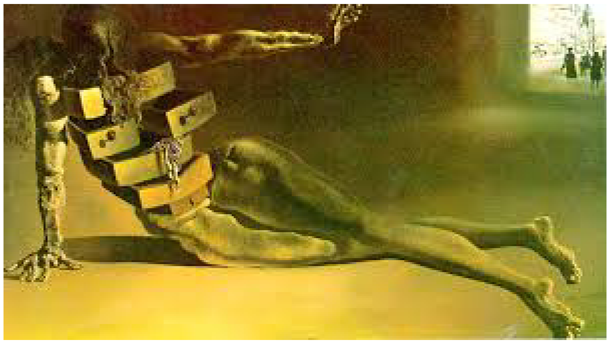

**ভাস্বতী গোস্বামী- র কবিতা**

**রান্নাঘর**

কুসুম ডাকের আলোয়
নিপাট ছড়িয়ে থাকি
চলার পাখিতে অন্যরকম
যেখানে যেখানে ল্যাম্প পোস্ট
চেটে নিচ্ছে কুয়াশার ভিজে
বৃষ্টি- আকাশ- মাখা য়
কলাপাতা গন্ধ
মা সেঁধিয়ে যাওয়া ভাতের মাড় ওঠে

কিচ্ছুটি   না   হতে   চাওয়া   ছুটিগুলো
তোলা   থাক
পক্ষীরাজের   মাঠ
দিগন্ত   ছুঁয়ে   পালক   ঝরাল
পাখিরাও   মাছ   ধরে
পাখিরাও   গন্ধ   হয়ে   যায়

**অব্যয় অনিন্দ্য- র তিনটি কবিতা**

**লাসভেগাসের প্লেন**

জ্যান্ত ক্যাসিনো বুকে লাসভেগাসের যুবতী রাত
মাত্র কয়েক পলক দূরে –
পাইলটের কাঁধে স্মার্ট ঝাঁকুনিতে কথাটা ইউনিফর্ম পরে হাসছিল।

অথচ মেঘের মনিটরে দেখি -
পাঁচ বছরের ছোট্ট আমি কাগজের প্লেনে
পায়রার সাথে পাল্লা দিচ্ছি রায়পুর গ্রামের চাতালে;
পাশে দাদু আমার শৈশব নিয়ে খেলছে দুহাতে,
খেলতে খেলতে সমস্ত শৈশব চলে গেল তার চোখে,
কিছু বোঝার আগেই সেই চোখ বুজে গেল জন্মের মত।

প্লেনটা আর একটু ঝাঁকুনি দিতেই দেখি -
জীয়ন পুকুরের উত্তরমাঠে রাবার ঢিলা হাফ- প্যান্টটাকে
শরমদণ্ডের পোয়াইঞ্চি উপরে টেনে টেনে তুলছি বার বছরের আমি।
একটা পোয়াতি টুনটুনির ডানায় উড়ে যাচ্ছে
আমার কৈশোরের ঘুমহীন দুপুর।
পাশের কুট্টি খালে উদোম নাইতে নেমেছে আমার ছোট্ট প্রেমিকা,
জলে ধুয়ে যাচ্ছে প্রেমিকার শৈশব;

যৌবনে সে কোথায় ডলারের আলোয় চুল শুকাচ্ছে সেটা খুঁজতেই-
মেরিলিন মনরোর মৃত্যুদৃশ্য ভেসে উঠল।

হঠাৎ শুনছি, পাইলট তন্বী বিমানবালাকে বলছে -
ওকে নামিয়েই দাও,
ওর প্লেন কখনও লাসভেগাসে যাবে না।

**গন্ধ**

পৃথিবীর হামাগুড়ি চুঁইয়ে পড়া দোলঘড়ি চেটে চেটে
স্থূল হচ্ছি আমি, স্লিম হচ্ছে আমার শৈশব
সাথে পাল্লা দিয়েই তন্বী হচ্ছে শৈশব কাঁখে হেঁটে চলা তিস্তা —
আহা, ফিগার বিলাসী মডেল- - ডায়েট করেই চলছে
নদীর ডায়েটিংও বুঝি মিলন- সংক্রামক
যারা ছুঁয়েছিল, সবারই ঝরছে মেদ -
মাছের দুধ আর ধানের যৌবন ভরা জাহাজ ছেড়েছিল
ফিরে এসেছে মন- মাঝির শীর্ণ বৈঠা

আর একটু তন্বী হলেই তিস্তা ফ্যাশন- টিভিতে যাবে—
কূটনীতির টাইয়ের নট ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে হাঁটবে তিস্তাচুক্তি বরাবর
চুক্তির পাতায় আমার শৈশবের ঘ্রাণে ভাসতে থাকবে ডায়েটিং

ডায়েটিং বুঝি নদী আর ফুলে ভিন্ন
ফুলেদের মধ্যে রজনীগন্ধার ডায়েটই সবচেয়ে কার্যকর
ওর চিকন কোমর অনেকক্ষণ সইতে পারে- - গন্ধের ভার

আমি তিস্তা নই, আমি রজনীগন্ধাও নই -
এই স্থূল আমিকে আর বেশীদিন বইতে পারবেনা পৃথিবী
তবে পৃথিবী কথা দিয়েছে —
আমার সূক্ষ্ম গন্ধটাকে বয়ে চলবে সূর্য্য নিভে যাওয়া পর্যন্ত

তাই প্রতিটি রজনীগন্ধার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে দেখ—
একটা অব্যয় অব্যয় গন্ধ

**মাকড়শা**

আমার মৎস্যজীবী বাবার ডুলা
প্রতি প্রভাতে মাছের পেছনে ছুটত,
বাবাও ছুটেছেন - ভেল, চাই, বর্শি আরো কী কী নিয়ে
আজীবন - আমার পিছনে।
কিন্তু খাল- বিল- নদী থেকে এক প্রজন্ম দূরত্বকে ছুঁতেই পারেননি।
না পারাটা কষ্ট নয় - অহংকারই হয়েছিল তাঁর।
অহংকারটা বেয়ে বেয়ে
মাছ না ধরে শিখলাম জাল বানাতে।

কিমাশ্চর্য জাল – ছেঁকে, শুকে সব ধরল
শুধু উড়ে গেছে সুখ –
সুখ নাকি প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই একটা পাখি,
পাখিটা জাতিস্মর - ডিএনএতে জাল হ্যাকিং- এর সূত্র নিয়ে ওড়ে
জীবনের খাতায় ‘ইশ’ জাতীয় শব্দ ছুড়ে ছুড়ে।
ও বাবার সাথেই গেছে কিনা –
জগদীশ বোস বা সলিম আলী কেউই টুইট করেনি সে কথা।

পাখিটার ফেরার শর্ত পূরণে
এখন জালটা ছিঁড়তে প্রাণপণ চেষ্টা।
এক প্রজন্ম পেছন থেকে ভেসে আসছে একটা স্বর –
মানুষের মাকড়শা- গুণ নেই,
মাকড়শা নিজের জালে ধরা পড়ে না।

**নভেরা হোসেন- এর কবিতা**

**বাষ্পীয়**
**(সাভার ট্র্যাজেডির স্মৃতির প্রতি)**

সাদা সাদা মেঘ   ভাসছে আকাশে
একটু জল ঝরাল কৃষ্ণচূড়া
এবারের গ্রীষ্মে তুমি থাকবে না
আমিও তথৈবচ।
বলো একে কি থাকা বলা যায়?
রিমোট টিপছো সকাল- রাত্রি
এপাশে পোড়া পুস্তকের ছাই
ওপথে পড়ে আছে তোমারই ভাই
সাভারে জীবিত ও মৃতের সারি
নির্ঘুম লাশের স্বজনেরা
তুমি বলছ আমারটা ঠিক
আমি বলছি তোমারটা ভুল
একজন পণ্ডিত বলছেন
তোমরা সবাই ভুল
আমরা বলছি আপনি ভুল।
এখানেও মাথা মুড়িয়ে তুমি
ওখানেও পর্দায় ঢাকা আমি।
একজন খুব নিবিড় মনে এঁকে চলেছে ট্রয়ের ধ্বংসযজ্ঞ
তবু তুমি বলছো কাল ভোরে দুধওয়ালা আসবে
আমি বলছি ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে

কেউ চাইছে তোমার কান্না
কেউ চাইছে আমার. . .
এ জগদ্দলের মাঠে
কারো ঘর হবে না
তারচেয়ে চলো তাজরিনের মতো আগুনে পুড়ে মরি
অথবা চাপা পড়ে থাকি সাভারের ধ্বংসস্তূপে-
ওখানেও আসছে অনেকে?
বুলডোজার নিয়ে?
খুন্তি শাবল নিয়ে?
এবার মনে হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে হবে।
কি বললে, ওখানেও আসছে ওরা দলে দলে ?

**দীপঙ্কর দত্ত- র দুটি কবিতা**

**হাভস**

স্তনের ফন্ট সোলাইমানলিপি
যে পাঞ্জাদের বসনিয়া জুরিসডিকশনের উয়াইড্ডা তর্কে জড়িয়ে পড়ছে
স্প্ল্যাশিং জলপাই জীপ- কাফিলা একের পর এক ধেবড়ে যায় তাদের ক্যালিব্রি ও হেরজে গো বীণা - -

বেয়াল্লিশটা সিঁড়ি ভেঙে করিডরের অড্ ইভন অড্ ইভন স্নান শেষ মেঘেদের কার্লি সালোন স্টাইল
যে টুইট লাইট লুৎফ, ববিন ও লেত্তির উঁহু ও কেকা, ম্যুআঃ ও ঋত,
তার ডানহাতি বাতানুকূল এই দুশএকুশ
ছত্রাকে ফেটা চীজস্প্রেডের দীঘল অনুষ্কার টলটলে বিলিরু এগ- ইয়োকেরা জাগে - -

ফিতরত আশিকানা
পিরান হাঁয়ের সুইমস্যুট সাঁতরে আসছে আনজিপড্ আভাতি বালুবেলার বেড ও ব্রেকফাস্ট
কেক অফারের সময় তরিকা প্রথম স্লাইসটা নিজেকে খেয়ে দ্যাখাতে হয়
বাকিদের কুঁচবরণ শিয়রে জীয়ন- মরণ চপস্টিক পিছলে যায় কফি বীনে

মারিজুয়ানার শিপমেন্ট নিয়ে জাহাজ ডুবে গেলে কাঁকইদের শাটল ডার্ক ম্যাজিক
আঁচড়ে ফিরছে শ্রাইন ও হাইডআউট
ফিফথ লর্ড অষ্টমে রাহুদৃষ্ট, মঙ্গল নীচস্থ ভর্গোত্তম
চাল শিরণির ডিজাইনার মিসড্ কলে খামার ফেঁপে উঠছে শস্যের অনুরোধের আসর
অনুষ্কা আর আমি, আমি আর অনুষ্কার বেঞ্জোডায়াজেপাইন, মাইনরার রিফু ফাটে,
জুবান ফোটে ম্যানিক- ডিপ্রেসিভ টিপলি মাফিনে - -

**সমারূঢ়**

কে ও ? বলে লুকিয়ে পড়ছে কার্পিনদের সুতানুটি
আলো যখন পাটে        কমলালয় মুদে এলে ডর্মেটরির তক্তপোষে বানভাসি স্ত্রীচিহ্ন রুয়ে রুয়ে
আখিরকার ডুবতে ডুবতে কুমীরের ল্যাজ ধরে ভেসে উঠছে চিৎপুর ক্রসিং
আর পদে পদে অ্যাতো সিগন্যাল, অ্যাতো অবরোধ যে ঢিমে লোকালগুলো
ন টুকরোর বেশি চপিংয়ের অওকাত দ্যাখাতে পারছে না একটা বডির !
কস্তাপেড়ে ফুল ফুটেছে
কাঁটা চিবোতে চিবোতে এনলাইটেন্দ উটেরা এখন আরো দীর্ঘকায়
তবু রাস্তার কুকুর লাফিয়ে কামড়ে খাচ্ছে পিঠে বসা মানুষ - -

পরের পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য ওপরে "প্রবন্ধ/ পাঠ- প্রতিক্রিয়া"  মেনুতে ক্লিক করুন